নর্ম বাঁশিখানি

— শফিক আহমেদ

স্বপনসম মিলাবে যদি
কেন গো দিলে চেতনা—
চকিতে শুধু দেখা দিয়ে
চিরমরমবেদনা,
আপনা-পানে চাহি শুধু
নয়নজল পাত হে॥

কেন বাণী তব নাহি শুনি নাথ হে ?
অন্ধজনে নয়ন দিয়ে অন্ধকারে ফেলিলে,
বিরহে তব কাটে দিনরাত হে॥

❁❁❁

আজ তব জন্মদিন।

জীবন মরণের সীমানা ছাড়িয়ে কোন্ দূর অলকালোকে চলে গেছ সখা আমার, প্রিয় আমার। অমরাবতীর যে সুগন্ধকানন থেকে পথ ভুলে এসেছিলে শ্যামলিম এ' পৃথিবীতে, সেইখানে চলে গেছ, ক্লেদ-রক্ত-গ্লানি-মলিন মর্ত্য জীবনকে পিছে ফেলে?

কোন্ এক মহা মাহেন্দ্রক্ষণে তুমি এসেছিলে আমাদের প্রায়ান্ধকার জীর্ণ দীর্ণ খিন্ন ঘরে, মহারাজাধিরাজ। রক্তিম উত্তরীয় গায়ে, কিংশুকমাল্য কণ্ঠে, কনকমুকুট মাথে। নানা-বর্ণে-চিত্র-করা বিচিত্রের নর্ম বাঁশিখানি হাতে। সেই মোহন বাঁশি বেজেছিল নীলিমাপ্লাবী অপূর্ব রমনীয় সুরে। আজও তার অনুপম অনুরণন আমাদের গভীর চেতনার কন্দরে কন্দরে।

অনন্তকিশোর, চিরবান্ধব আমার, লোকালয় থেকে দূর প্রান্তরে ডেকে নিয়ে তুমি আমাকে চিনিয়েছিলে অপরূপ, সুন্দরকে। পৃথিবীর পথে একবার তাকে পেয়ে আবার হারিয়ে ফেলেছি আমি। তার চকিত পরশ আজ আর হৃদয়কে পুলকাকুল করে যায় না নিত্যদিন। দিনের বেলায় বাঁশি তার বাজেনা আর অনেক সুরে। সেই সব অবিস্মরণীয় দিন। উদাসী হাওয়ার পথে পথে সেই উন্মন একাকী অবিরল হেঁটে চলা। কি এক দুর্জ্ঞেয় আকঙ্খায় উন্মুখ হয়েছিল আকুল এই মন।

তোমার দেওয়া দৃষ্টি দিয়ে দেখেছি তুচ্ছের মাঝে অপূর্বকে। সুপরিচিতের মাঝে অভিনবকে। নিকটের মাঝে সুদূরকে। সায়াহ্নের ধুসর তমিস্রার মাঝে দেখেছি দীপ্ত রজতধারা স্রোতস্বিনীর ক্ষীপ্র অলক্ষ্যযাত্রা। ঊষার অমল আলোয় শুনেছি আকাশজোড়া উদাত্ত গান। মধ্যাহ্নের রহস্যঘন বিজনতায় অনুভব করেছি দূর অতীতকে, সুদূর ভবিষ্যতকে।

সন্ধ্যার সেই নীলাভদ্যুতি প্রোজ্জ্বল তারাটির কথা মনে আসে, কি যে তার নাম—চিত্রা, স্বাতি, কিংবা শতভিষা। কত তপ্তদিন, নিভন্ত বিকেল কেটে গেছে নির্জন প্রান্তরে, তার প্রতীক্ষায়। গোধূলি পেরিয়ে সূর্য্য যখন গেছে ডুবে অস্তসাগরে, সহসা তিমির-অন্তরাল থেকে এসে দাঁড়িয়েছে সেই জ্যোতিঃকন্যা, সারা-বিভাবরী তারার উৎসবের দীপাবলী হাতে।

বাংলা লিখুন, বাংলার অবলুপ্তি রোধ করুন।
www.bornosoft.com

দুপুরের নির্জন জলধারার পাশে দেখা সেই আশ্চর্য নীল ফুলটির কথা মনে পড়ে—অপরাজিতা কিংবা শতদল, জানিনি তা কোনদিন। হল্‌কা বাতাসে কম্প্র, সোৎসাহ সেই সতেজ কুসুমকে মনে হয়েছিল সপ্রাণ। যেন আমার একান্ত বান্ধব।

সে ছিল, কণ্ঠে তাই গান ছিল। সে ছিল, নয়নে তাই আলো ছিল। সে ছিল, হৃদয়ে তাই প্রেম ছিল।

দৃষ্টি থেকে সেই আলো মুছে গেছে আজ। মনের বীণার তার গেছে ছিঁড়ে। প্রেম নেই আর, এ হৃদয়ে অপ্রেম শুধু।

আজ শুধু নিভৃত অশ্রুজল। আজ শুধু গভীর নিঃসঙ্গতা। সুদূর এ পরবাসে, নীরবে একান্তে ভাবি শুধু, এ জীবন ব্যর্থ হবে? সুরের আগুন জ্বলবে না এ'প্রাণে কোনদিন আর? মধুরের স্পর্শ পাব না কোনদিন হৃদয়ে আর? বাংলার শ্যাম-শস্প প্রান্তরে, বনঝিরি নদীতীরে, সুবর্ণপ্রভ কোন স্নিগ্ধ প্রভাতে, সহসা চকিতে তার পাব নাকো দেখা আর কোনদিন? তোমার নর্মবাঁশি বাজবেনা মোহন সুরে এ প্রাণে কোনদিন আর? কোনদিন, কোনদিন আর?

২৫ বৈশাখ, ১৪০৯ সাল
রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে রচিত

❁❁❁

নিবিড় সুখে মধুর দুখে
জড়িত ছিল সেই দিন—
দুই তারে জীবনের
বাঁধা ছিল বীন।

তার ছিঁড়ে গেছে কবে
একদিন কোন্ হাহারবে,
তার ছিঁড়ে গেছে কবে

সুর হারায়ে গেল
পলে পলে ॥

❁❁❁

বাংলা লিখুন, বাংলার অবলুপ্তি রোধ করুন।
www.bornosoft.com